বণিক বার্তা

এডিপি বাস্তবায়ন

সবার আগে বাণিজ্য পেছনে অর্থ

মাসুম বিল্লাহ | ২০১৬-০৬-০১ ইং

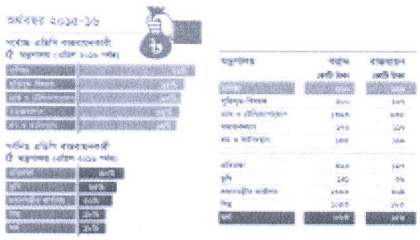

রাস্তাঘাটসহ বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো নির্মাণের মধ্য দিয়ে দৃশ্যমান হয় উন্নয়নের চিত্র। সে লক্ষ্যে প্রতি বছরই বাড়ছে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আকার। যদিও অদক্ষতার কারণে সে অনুপাতে বাড়ছে না বাস্তবায়নের হার। তবে এর মধ্যেও কিছু মন্ত্রণালয় এডিপি বাস্তবায়নে দক্ষতা দেখিয়েছে। আবার কিছু মন্ত্রণালয় আছে, যাদের এডিপি বাস্তবায়নের হার ২০ শতাংশেরও নিচে। চলতি অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসের হিসাবে শতকোটি টাকার ওপরে বরাদ্দপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোর মধ্যে এডিপি বাস্তবায়নে সবচেয়ে এগিয়ে আছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। এক্ষেত্রে সবচেয়ে পিছিয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়।

এডিপি বাস্তবায়নে সবচেয়ে ভালো অবস্থানে থাকা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে চলতি অর্থবছর উন্নয়ন বরাদ্দ রয়েছে ২৬০ কোটি টাকা। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (আইএমইডি) বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, অর্থবছরের ১০ মাসে (জুলাই-এপ্রিল) মন্ত্রণালয়টি ব্যয় করেছে ১৯৯ কোটি টাকা, মোট বরাদ্দের যা প্রায় ৭৬ শতাংশ।

অর্থ ব্যয়ে সবচেয়ে পিছিয়ে রয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়ের তিনটি বিভাগ— ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, অর্থ এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ। অর্থ মন্ত্রণালয়ের এ তিনটি বিভাগের ১৬টি প্রকল্পে উন্নয়ন বরাদ্দ রয়েছে ৮৮৪ কোটি টাকা। এপ্রিল পর্যন্ত বিভাগগুলো ব্যয় করতে পেরেছে মাত্র ১৫৯ কোটি টাকা। অর্থাত্ অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে তাদের বাস্তবায়ন বরাদ্দের মাত্র ১৮ শতাংশ।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ছয়টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। এর সবই জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর)। প্রকল্পগুলোর বিপরীতে বরাদ্দের পরিমাণ ৪৭৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে এপ্রিল পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে মাত্র ৮০ কোটি টাকা। এটি মোট বরাদ্দের মাত্র ১৭ শতাংশ। প্রকল্প বাস্তবায়নে ধীরগতি পরিলক্ষিত হওয়ায় সম্প্রতি একটি পর্যালোচনা সভা করেন এনবিআর চেয়ারম্যান মো. নজিবুর রহমান। বাস্তবায়ন ধীরগতির কারণে সভায় হতাশা প্রকাশ করেন তিনি। সেসঙ্গে জুনের মধ্যে বরাদ্দ পুরোপুরি ব্যয় করার নির্দেশ দেন।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সবচেয়ে বড় প্রকল্প ভ্যাট অনলাইন প্রকল্পের পরিচালক ও এনবিআরের সদস্য রেজাউল হাসান এ প্রসঙ্গে বণিক বার্তাকে বলেন, এনবিআর প্রায় সব প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে বিল পরিশোধ না করায় ব্যয় কম